সংবাদ

তারিখ ... 16 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৩...

# জবি টিএসসি ফের শিক্ষার্থীদের হাতছাড়া

## ❑ দখল করেছে পুরান কাপড়ের ব্যবসায়ীরা

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থীদের দখলকৃত টিএসসি আবার বেদখলে চলে গেছে। শীতের পুরান কাপড়ের বাজার বসেছে সেখানে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, জবি ক্যাম্পাসে কর্মরত এক সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যকে ঘুষ দিয়ে টিএসসিতে বাজার বসিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এছাড়া, ওই গোয়েন্দার যোগসাজশে কয়েকজন সাংবাদিককে খবর প্রকাশ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন এক ব্যবসায়ী। জবি প্রধান গেটের সামনে রাস্তার উল্টোপাশে অবস্থিত জবির টিএসসি। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে হল আন্দোলনের সময় সমবায় জবি : 2/2

### জবি : টিএসসি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাংকের মালিকানাধীন জায়গাটি দখল করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। পরে জায়গাটিকে জবির টিএসসি ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। শেখ রাসেল মিলনায়তন কেন্দ্র নাম দিয়ে ব্যানারও লাগিয়ে দেন তারা। পরে জবি প্রশাসন জায়গাটি অধিগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে একাধিক চিঠি চালাচালি করে। গত বছর অক্টোবরে তিন লাখ টাকার বিনিময়ে পুরান কাপড়ের ব্যবসায়ীদের কাছে টিএসসি ভাড়া দেয় ছাত্রলীগ। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সে সময় বাজার উঠিয়ে দিতে বাধ্য হয় ব্যবসায়ীরা। এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো সেখানে পুরান কাপড়ের বাজার বসেছে।

গতকাল সরেজমিনে দেখা যায়, টিএসসির সম্মুখভাগে দশটি চা, পাউরুটির দোকান বসেছে। পেছনের বড় অংশজুড়ে বসেছে পুরান কাপড়ের দোকান। বড় বড় কাপড়ের বস্তা নিয়ে দোকান সাজিয়েছেন কমপক্ষে বিশজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার সুবিধার্থে চারদিক দিয়ে বাঁশের বেড়া ও উপরে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের সমন্বয়কারী ইউনুসের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জবি ক্যাম্পাসে কর্মরত গোয়েন্দা (আইএডি) কর্মকর্তা কবিরের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। বুধবার কবিরের সঙ্গে ঘুষের লেনদেন হবে বলে স্বীকার করেছেন ব্যবসায়ী ইউনুস।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে গোয়েন্দা (আইএডি) কর্মকর্তা কবির বলেন, তিনি এর সঙ্গে জড়িত নন। এ বিষয়ে সুত্রাপুর থানার ওসি খলিলুর রহমান পাটোয়ারী বলেন, কবির নামে কাউকে তিনি চেনেন না। জবি টিএসসির জমি সুত্রাপুর থানার অধীনে হলেও জবিতে নিযুক্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কোতোয়ালি থানার অধীনে কর্মরত। তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

কোতোয়ালি থানার ওসি আবুল হাসান বলেন, তিনি এ ধরনের কোন অভিযোগ পাননি। টিএসসির জমি কোতোয়ালি থানার অধীন নয়।

এ বিষয়ে লালবাগ জোনের ডিসি মফিজ উদ্দীন আহমেদ বলেন, এ বিষয়ে তার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে জানাতে পারবেন। জানা গেছে, ২০১৩ সাল থেকে টিএসসি অধিগ্রহণের চেষ্টা চালিয়ে আসছে জবি প্রশাসন। ২০১৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর হাবিবুর রহমান হলের জমির সঙ্গে টিএসসির জমির অদল-বদল চেয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি পাঠান জবি উপাচার্য। কিন্তু চিঠির প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয় থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ওই জমি শিক্ষার্থীরা দখল করলে নতুন পথ অবলম্বন করে প্রশাসন। গত বছর ১৮ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় জরুরি সভা আহ্বান প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি পাঠান জবি উপাচার্য। এই চিঠির অনুলিপি সমবায় মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ও জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়।